মাধ্যমিকে পাশের হারে রাজ্যের মধ্যে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ বিগত কয়েকটা বছরের মত এবারেও মাধ্যমিকে পাশের হারে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিকে ছাপিয়ে গেল পূর্ব মেদিনীপুর। সব জেলা মিলিয়ে এবার রাজ্যের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পাশের হার ৮৫.৬৫ শতাংশে। সেখানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাশের হার অনেকটাই বেশী। ৯৬.১৩ শতাংশ। সাফল্যের হারে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর। তৃতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা। এবার পূর্ব মেদিনীপুরে পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র ছিল ১৫টি। জেলার কাঁথি, তমলুক, এগরা ও হলদিয়া এই চার মহকুমায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮৫ জন। এরমধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩ হাজার ৮৫৪জন ও ছাত্রের সংখ্যা ২৯ হাজার ২৩১ জন। সর্বাধিক পরীক্ষার্থী তমলুক মহকুমায়, ২২ হাজার ৪৬৮ জন। সর্ব নিম্ন হলদিয়া, ১১ হাজার ৮৭০ জন। এছাড়া কাঁথি ও এগরা মহকুমায় যথাক্রমে ১৬ হাজার ৫১৯ জন ও ১২ হাজার ২২৮ জন। প্রতিটি পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে কড়া পুলিশি নজরদারির পাশাপাশি ১০০ মিটার এলাকা জুড়ে জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। অভিভাবকদেরকেও এবার পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিকের পরে ইংরেজি মাধ্যম সিবিএসই, সারা দেশে অভিন্ন ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা বা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট পরীক্ষাতে পূর্ব মেদিনীপুরের সাফল্য ছিল নজরকাড়া। সেই ধারা বজায় থাকলো মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিকের ফলাফলেও। বুধবার পর্ষদ ফল ঘোষণার পরেই জেলার শিক্ষা মহলে খুশির হাওয়া।

দশম অগ্নিভ'র প্রিয় চিকেন তন্দুরি

মনোজ রায়, তমলুক ঃ বুধবার প্রকাশিত হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল। ফলপ্রকাশের পর দেখা গিয়েছে, সাফল্যের হারে সমস্ত জেলাকে টেক্কা দিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। সাফল্যের হার ৯৬.১৩ শতাংশ। মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে এই জেলার তমলুকের হ্যামিল্টন হাইস্কুলের ছাত্র অগ্নিভ সিন্হা। প্রাপ্ত নম্বর ৬৮০। অগ্নিভ'র বাবা অরুনাভ সিনহা ব্যবসায়ী, মা কৃষ্ণা সিনহা গৃহবধূ। মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চান বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান অগ্নিভ। মাধ্যমিকের জন্য সারাদিনে ১০-১২ ঘন্টা প্রস্তুতি নিয়েছে অগ্নিভ, তবে এর জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না, যখন ভাল লেগেছে তখনই পড়েছে। পড়াশুনা ছাড়া ভূতের গল্প আর কল্পবিজ্ঞানের বইয়ের পোকা অগ্নিভ। এছাড়া সাইক্লিং এর ভীষণ সখ। তাই সুযোগ পেলেই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। তবে পরীক্ষার জন্য বেশ কিছুদিন বন্ধ আছে সাইকেল নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার। অগ্নিভ'র এই সাফল্যে খুশি তাঁর বাবা-মা এবং স্কুলের শিক্ষকরাও। বিজ্ঞান নিয়ে হ্যামিল্টন স্কুলেই একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হবে অগ্নিভ। ভাগাড় কান্ডের জের থাকলেও আজ সন্ধ্যায় শহরের কোনও দামী রেস্তঁরা থেকে অগ্নিভ'র পছন্দের চিকেন তন্দুরি আনবে বাবা। তবে খুশী শুধু এই কৃতী ছাত্রের পরিবার ও আত্মীয়-পরিচিতরাই নন, অগ্নিভ-র সাফল্যে খুশি হ্যামিল্টন হাইস্কুলের শিক্ষক ও স্কুলকর্তৃপক্ষ। কয়েক দিন আগেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ঋত্বিক কুমার সাউ অভিন্ন ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা বা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট পরীক্ষাতে সাফল্য দেখিয়েছে। ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৭৬ পেয়ে সফলদের তালিকায় এরাজ্যে প্রথম তথা সারা দেশের মধ্যে ১৩ র‌্যাঙ্কিং করেছে। সেই রেশ কাটার আগেই অগ্নিভ-র সাফল্যে বাড়তি উম্মাদনা বিদ্যালয় জুড়ে।

তপোবন শিশু আবাসের সাফল্য

মামন পাল, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের কাজলা জনকল্যাণ সমিতি পরিচালিত তপোবন শিশু আবাস-এর দুইজন আবাসিক এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। তপোবনের আবাসিক চঞ্চল বরে'র বাবা শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়ায় কাজকর্ম করতে পারেন না, ভীষণ অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতো। অসহায় মা চঞ্চলের পড়াশুনা ও লালন পালন ঠিকমতো করতে পারছিলেন না। তপোবন শিশু আবাসে চঞ্চল ২০১৫ সাল থেকে আছে। এবছর সে মাধ্যমিকে ৪২০ নম্বর পেয়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেছে। আর চন্দ্রকান্ত পাল মায়ের কাছেই থাকতো। বাবা মায়ের মনোমালিন্যের কারণে তারা আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় চন্দ্রকান্তকে নিয়ে মহা সমস্যায় পড়তে হয় তার মাকে। অবশেষে চন্দ্রকান্তকে রেখে দেন কাজলা জনকল্যান সমিতি পরিচালিত তপোবন শিশু আবাসে। সেও মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। ৩৩১ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে। তপোবন শিশু আবাসের সুপারিনটেনডেন্ট দিপালী নন্দী ও কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন পণ্ডা উত্তীর্ণ আবাসিকদের ধন্যবাদ জানান।

দশম পটাশপুরের দেবন্যা

মিলন পণ্ডা, পটাশপুর ঃ বুধবার সকালে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের রেজাল্ট ঘোষণার সাথে সাথে খুশির হাওয়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে। কারণ এখানকার বাগমারি নারীকল্যাণ শিক্ষাসদনের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দেবন্যা প্রধান রাজ্যের সম্ভাব্য মেধা তালিকায় দশম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। এই জেলার প্রায় প্রত্যন্ত এলাকা পটাশপুর-২ ব্লকের প্রতাপদিঘির মঙ্গলপুর গ্রামে বাড়ি দেবন্যার। কৃতী এই ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর ৬৮০। বাংলাতে ৯১, ইংরাজিতে-৯৭, অঙ্ক-১০০, জীবনবিজ্ঞান-১০০, ইতিহাস-৯৫ ও ভূগোলে প্রাপ্ত নম্বর ৯৭। কৃতী এই ছাত্রীর বাবা উমাশঙ্কর প্রধান কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। মা অরুণা প্রধান স্থানীয় মঙ্গলপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আর দিদি অনন্যা প্রধান এম এ পাঠরতা। নিজের সাফল্যে প্রচন্ড খুশি দেবন্যা। জানিয়েছে, সারা দিনে ৬-৭ ঘন্টা পড়াশুনা করত সে। বাকি সময়টা গল্পের বই, না হলে মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করা। পড়াশুনার পাশাপাশি নিয়ম করে আবৃত্তির রেওয়াজ করে এই কৃতী ছাত্রী। জানিয়েছে, আগামী দিনে চিকিৎসক হওয়াই তার লক্ষ্য। তাই কলকাতায় থেকেই পড়াশুনা করে জয়েন্টে বসবে সে। জানিয়েছে, বাবা-মা-দিদি ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-গৃহ শিক্ষকদের অবদান তাকে এই রেজাল্ট করতে সাহায্য করেছে।

বুধবার পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে মিছিল সহযোগে বিকালে এগরা ত্রিকোণ পার্কে পথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন জেলা কমিটির সদস্য (এসইউসিআই) জগদীশ সাউ।

স্ত্রীকে পুরিয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের পূর্ব শ্রীরামপুরে পণের দাবীতে নিজের চতুর্থ স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত স্বামী শেখ সইদুল পেশায় ভ্যান চালক। তিন বছর আগে রেশমা বিবির সঙ্গে শেখ সইদুলের বিয়ে হয়। রেশমাবিবির বক্তব্য, এর আগে তাঁর স্বামী তিনটি বিয়ে করেছিল। সে চতুর্থ স্ত্রী। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাঁর উপর অত্যাচার চালাত সেখ সইদুল। তাঁকে ঠিক মতো খেতেও দিত না। দুপুরে হঠাৎ তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। জ্বলন্ত অবস্থায় বাড়ির সামনে একটি পুকুরে ঝাঁপ দেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা রেশমাকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভরতি করেন। অন্যদিকে, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে শেখ সইদুল। তার বক্তব্য, রেশমার গায়ে আগুন লাগায়নি সে। সে নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে হামিদুলের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত

অনিমেষ প্রামাণিক, তমলুক ঃ আম পাড়াতে বাধা দেওয়ায় রাগে নাবালিকা বনশ্রী ঘোড়াইকে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় ধৃত অভিযুক্ত সেক হামিদুল আলি খানকে ১০ দিনের জন্যে নিজেদের হেফাজতে নিল কোলাঘাট থানার পুলিশ। জেলার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের চাঁচিয়াড়া গ্রামের নবম শ্রেণির ছাত্রী এই বাসিন্দার মৃত্যুর মূল অভিযুক্তকে মঙ্গলবার হাওড়া জেলার কুলগাছিয়া থেকে গ্রেফতার করে কোলাঘাট থানা। প্রসঙ্গত গত ৩০ মে সন্ধ্যা থেকে বনশ্রীর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এলাকায় তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজির পরও তাকে না পেয়ে তমলুক থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরীও করা হয়েছিল। শনিবার সকালে গ্রামের পাশের গভীর জঙ্গলে ঝোপের মধ্যে থেকে মারাত্মক পচা দুর্গন্ধ পেয়ে গ্রামবাসীরা সেখানে গিয়ে মেয়েটির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে তমলুক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে গ্রামবাসীরা পুলিশ কুকুর দিয়ে ঘটনার তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হন। এই দাবিতে গ্রামবাসীরা মৃতদেহটিকে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান। অভিযোগ, পুলিশ সেই সময় আশ্বাস দিয়েছিল দ্রুত আসামীদের গ্রেফতার করবে। মঙ্গলবার সকালে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে পুলিশের হাতে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। ঘটনাটা জানাজানি হতেই এলাকাতেও চাঞ্চল্য ছড়ায়। সামান্য আম পাড়তে বাধা দেওয়ায় এক কিশোরীকে এমন নৃশংসভাবে খুনের জন্যে সেক হামিদুল আলি খানের চরম শাস্তির দাবি জানিয়েছে বনশ্রীর পরিবার ও প্রতিবেশীরা। জানা গেছে, বুধবার অভিযুক্ত সেক হামিদুল আলি খানকে তমলুক আদালতের তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক মৌ চ্যাটার্জীর এজলাসে হাজির করে পুলিশ। মামলার সরকারী আইনজীবী আবদুল মোহিত জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনার তদন্তের প্রয়োজনে আসামীকে ১০ দিনের জন্যে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে ছিল।

ধৃতের মেডিক্যাল করারও আবেদন জানানো হয়। বিচারক মৌ চ্যাটার্জী দুটি আবেদনই মঞ্জুর করেছেন বলে জানান আইনজীবী আবদুল মোহিত। অপর দিকে আসামীর ফাঁসির দাবিতে বুধবার সকাল থেকে আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন হাজার মানুষ। উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে তমলুক ও কোলাঘাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়।

পুলিশের মানবিকতায় বাড়ি ফিরল কিশোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পুলিশের মানবিকতায় পরিবার ফিরে পেল সাহিল। অসমের শিবসাগর জেলার শিবসাগর থানা বটতলাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা সাহিল পাল কোনভাবে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়াতে চলে আসে। গত ২৪ এপ্রিল হলদিয়ার দুর্গাচক থানা এলাকায় বছর ১৩-র এক কিশোরকে উদাসীন ভাবে ঘুরতে দেখে পুলিশ। পরে শিশু সুরক্ষা দফতরের সাথে যোগযোগ করে স্থানীয় গান্ধী আশ্রমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানেই থাকে কিশোরটি। পরে কিশোরটি জানায় তার বাড়ি অসমে। দুর্গাচক থানা, হলদিয়া গান্ধী আশ্রমে এসে সঠিক তথ্যপ্রমাণ দেয়।

বুধবার হলদিয়ার দুর্গাচক থানা, গান্ধী আশ্রমের প্রতিনিধি ও শিশু সুরক্ষা দফতরের প্রতিনিধিরা সাহিল পালকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেন।

তৃণমূলের বিজয় সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা-১ ব্লকের সাহাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী সদস্যদের নিয়ে বিজয় সমাবেশ হল তেলামি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিদায়ী মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ দেবব্রত দাস, এগরা-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সিদ্ধেশ্বর বেরাসহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ফিসারিতে পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত চন্দন সাউ(৩০) এর বাড়ি কালিন্দীতে। বুধবার সকালে ফিসারিতে পাম্প চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। এরপর তাঁকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফের ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় ফের ট্যারেন্টুলা আতঙ্ক ছড়ালো। মঙ্গলবার গভীর রাতে ট্যারেন্টুলার কামড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এগরা পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের দলঅলুয়ার বাসিন্দা দিলীপ পাত্র। মাকড়সা কামড়ানোর পরই শুরু হয় অসহ্য যন্ত্রণা। তাঁকে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে দিলীপবাবু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মাকড়সাটিকে কৌটো বন্দি করে অবশ্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয়েছে বন দফতরে। প্রসঙ্গত এর আগে এগরার পিন্টু সাউ নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে লোমশ মাকড়সা ট্যারেন্টুলার কামড়ে। দিলীপবাবুর পরিবারের অভিযোগ, বন দফতরে খবর দেওয়া সত্ত্বেও আধিকারিকেরা এখনও পর্যন্ত আসেননি। তবে এই লোমশ মাকড়সা কি সত্যি ট্যারেন্টুলা, সেই নিয়ে সন্দেহ আছে পরিবার ও পরিচিতদের মধ্যেই।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক বিরোধী নীতি ও লাগাতার বাড়তে থাকা পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বুধবার রামনগরে অবস্থান বিক্ষোভ করে তৃণমূল যুব কংগ্রেস। সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরির নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি।

বুধবার মাধ্যমিকে নবম তন্ময় চক্রবর্তীকে হুগলির নালিকুলের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা তুলে দিলেন বিধায়ক বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন বিডিও সিঙ্গুর, বিডিও হরিপাল, ওসি হরিপাল প্রমুখ।

মহিলাদের নিজস্ব খিড়কি পুকুরই হয়ে উঠবে আয়ের উৎস

রাজনন্দিনী নন্দ মিশ্র, হলদিয়া ঃ আর্থিকভাবে দুর্বল মহিলাদের বিকল্প মাধ্যমে উপার্জনের রাস্তা করে দিতে খিড়কি পুকুরে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ শুরু হল হলদিয়া ব্লকে। অংশ নিলেন স্থানীয় ২৫ জন মহিলা। উল্লেখ্য, বাড়ির পিছন দিকের পুকুরকে বলা হয় খিড়কি পুকুর। এই পুকুর বাড়ির মেয়ে-বউদের বড্ড আপনার। কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রোজকার যা কিছু পরিষ্কারের কাজ এখানেই সারেন তাঁরা। রাজ্য সরকারের মৎস্য দফতর বাড়ির মহিলাদের এই নিজস্ব পুকুরকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের অর্থনৈতিক বিকাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে। আত্মা প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় খিড়কি পুকুরে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন হলদিয়া ব্লকের বিডিও রাজর্ষি নাথ। সভাপতিত্ব করেন হলদিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি খুকুমণি সাহু। উপস্থিত ছিলেন হলদিয়া ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক সুমনকুমার সাহু, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ জানা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এই প্রশিক্ষণ শিবির চলবে আগামী দেড় মাস। প্রত্যেক সপ্তাহের মঙ্গলবার প্রশিক্ষণ দেবেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। হলদিয়া ব্লক মৎস্য আধিকারিক সুমনকুমার সাহু জানান, এই প্রশিক্ষণ শিবির থেকে বাড়ির মহিলারা যা শিখবেন তা মাছ চাষে কাজে লাগিয়ে রোজকার মাছের চাহিদা যেমন পূরণ করতে পারবেন, তেমনই খিড়কি পুকুরগুলির সঠিক ব্যবহারও হবে। বাড়ির মহিলাদের একেবারে নিজস্ব খিড়কি পুকুরই হয়ে উঠবে আয়ের উৎস। বিজ্ঞানভিত্তিক পথে মাছ চাষ করায় মাছের সার্বিক উৎপাদনও বাড়বে। শুরুটা ২৫ জনকে নিয়ে হলেও আস্তে আস্তে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। মমতা ধাড়া, রীণা সামন্ত, মিনতি পাত্র, গীতা জানা, বসুমতী জানা'র মত প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারী মহিলারা জানিয়েছেন, স্বামীর একার আয়। ঘরে অতগুলো খাওয়ার মানুষ। অভাব-অনটন লেগেই থাকে সংসারে। বিভিন্ন সময় তাঁরা ফসলের চাষ করেছেন। পুকুরে মাছও ছাড়েন। তবু সচ্ছলতার মুখ দেখতে পারছিলেন না। কারণ, সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সেটা তাঁরা জানতেন না। কিন্তু এবার সে সুযোগ এসেছে। প্রশিক্ষণ নিয়ে নতুনভাবে শুরু করতে চান মৎস্য চাষ। খিড়কি পুকুরে মাছ চাষ করেই এবার সংসার খরচ স্বামীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছেন তাঁরা।